DEC. 04 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ... ৬ ...

ছাত্র রাজনীতি কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে এ প্রশ্ন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ছাত্র রাজনীতি কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? সর্বত্রই এ প্রশ্ন এখন সামনে এসেছে। গত রবিবার জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার 'ছাত্র রাজনীতি' বন্ধ প্রসঙ্গে দেয়া বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন সকলের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্য নিয়ে বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ছাড়া অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহল একে স্বাগত জানিয়েছেন।

রবিবার অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর 'প্রয়োজনবোধে সংসদ সদস্য ও জনগণের মতামত নিয়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করবো'– এ বক্তব্য ছিল গতকাল টক অব দি ক্যাম্পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-অভিভাবক ও ছাত্র সংগঠনের

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ছাত্র রাজনীতি কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নেতা-কর্মীদের মুখে ঘুরেফিরে এ প্রসঙ্গটিই বার বার উচ্চারিত হয়েছে। বিশেষ করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী অধিকাংশই প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্যে দারুণ খুশী। তারা প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যকে একবাক্যে স্বাগত জানিয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বক্তব্য হচ্ছে– 'এক সময় ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। দিনে দিনে ছাত্র রাজনীতি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের তৃতীয় বর্ষ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী ফাহমিদা ইয়াসমিন টুম্পা ছাত্র রাজনীতির ঘোর বিরোধিতা করে বলেন, বর্তমানে এর কোন প্রয়োজন নেই। ফিন্যান্স বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র রেজাউল হক বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইন করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ ঘোষণা করা উচিত। অন্ততঃ ৫/১০ বছরের জন্য হলেও।

তবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষক রাজনীতিও বন্ধ করার দাবী জানিয়েছে। তাদের মতে, ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতির কারণেই দেশের শিক্ষার মান দ্রুত এতটা নীচে নেমে যাচ্ছে।

ছাত্রছাত্রীদের একাংশ সুষ্ঠু ছাত্র রাজনীতি চায়। তারা ছাত্র সংগঠনের দলীয় লেজুড়বৃত্তি করার পক্ষপাতী নয়। তাদের মতে, ছাত্র রাজনীতি ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গলের জন্য হওয়া উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ নজরুল ইসলাম বলেন, ছাত্র রাজনীতির বর্তমান অবস্থাকে ছাত্র রাজনীতি বলা যায় না। আর এই অবস্থা ছাত্র সংগঠনের কারণেই হয়েছে। এই অবস্থা সৃষ্টি না হলে কোন মহল থেকে ছাত্র রাজনীতি বন্ধে দাবী উঠত না। তিনি বলেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ কিছুটা হলেও ফিরে আসবে। কারণ যত বিশৃঙ্খলা ছাত্র রাজনীতির কারণেই হচ্ছে। ছাত্র রাজনীতি ছাত্রদেরকে দিয়ে করাতে হবে। অছাত্র সন্ত্রাসীদের দিয়ে নয়।

অনেকের মতে, ছাত্র রাজনীতি ধীরে ধীরে বন্ধের দিকে এগুচ্ছে। কারও কারও ধারণা, নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য রাজনীতি বন্ধ থাকবে। এরপর পরিস্থিতি উন্নত হলে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া হবে। এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে আলাপ-আলোচনা করার কথা শোনা যাচ্ছে।

এদিকে ছাত্রদল বাদে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছেন। ছাত্র দলের স্থগিত কমিটির সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু এমপি তার প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে বাস্তবসম্মত হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন, দেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমি প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যকে স্বাগত জানাই। ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী বলেন, ছাত্র রাজনীতির অতীত ঐতিহ্য আছে। ছাত্র রাজনীতি ছিল, আছে এবং থাকবে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার ষড়যন্ত্র বর্তমান সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাব ও নাগরিক অধিকার লংঘন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বলেন, ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিক্রির পাঁয়তারার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ছাত্র আন্দোলনকে দমন করার জন্য বেগম জিয়া ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছেন।

শিবির সভাপতি নুরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস নিশ্চিত করতে সরকারের যে কোন পদক্ষেপকে স্বাগত জানাব। তবে সন্ত্রাসের কারণ সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করে পদক্ষেপ নেয়া উচিত। বর্তমান ছাত্র রাজনীতি সন্ত্রাসনির্ভর ও মেধাহীন হওয়ার কারণে কেউ একে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। তাই প্রচলিত ছাত্র রাজনীতির পরিবর্তন হওয়া উচিত।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক খোকন দাস প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, তেল, গ্যাস রফতানীর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ছাত্র আন্দোলন থেকে রেহাই পেতে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছে।

ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি মনির হোসেন বলেন, বাংলাদেশের জনগণ বেগম খালেদা জিয়াকে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ম্যান্ডেট দিয়েছে। দেশের স্বার্থে ও সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য তিনি যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। তিনি বলেন, ছাত্র রাজনীতি ও সন্ত্রাস একসাথে চলতে পারে না। ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন বলেন, দেশের মঙ্গলের জন্য বেগম খালেদা জিয়া যা ভালো মনে করবেন তাই করবেন। সন্ত্রাস ও অছাত্র মুক্ত করে ছাত্র রাজনীতিকে সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। ছাত্রদলের স্থগিত কমিটির সহ-সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল বলেন, অস্ত্র ও সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্র রাজনীতি পরিহার করে প্রকৃত ছাত্রদের দ্বারা সুস্থ ছাত্র রাজনীতির ধারা চালু করতে হবে।

ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, ছাত্রদল সন্ত্রাসীদের আড়াল করার জন্য সরকার ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছে। ছাত্রদলের সন্ত্রাসের দায়ভার অন্য সংগঠন কেন বহন করবে। জাসদ ছাত্রলীগের করিম সিকদার বলেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পাঁয়তারা সহ্য করা হবে না।

ছাত্র ফেডারেশন প্রধানমন্ত্রীর ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কিত বক্তব্যের প্রতিবাদে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, তাসলিমা আখতার, জুলহাসনাইন বাবু। সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, গ্যাস পাচারের কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই শাসকশ্রেণীর এই তৎপরতা পরিচালিত হচ্ছে।

জাতীয় ছাত্র সমাজের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম প্রধান ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে বলেন, যারা ছাত্র রাজনীতিকে ক্ষমতায় আরোহনের সিঁড়ি বলে মনে করেন তাদের দ্বারা ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া হুমকি এদেশের ছাত্র সমাজের জন্য একটি আঘাতস্বরূপ।

বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর আহবায়ক শাহজাহান কবির রিন্টু এবং যুগ্ম আহবায়ক হাসান ইমাম রুবেল ও আমিরুন নুজহাত মনিষা এক বিবৃতিতে বলেন, সন্ত্রাস নির্মূল করতে ছাত্র রাজনীতি নয়, বরং বিএনপি ও আওয়ামী লীগের রাজনীতি বন্ধ করা উচিত।